CC - PS -11 POLITICAL SCIENCE HONOURS

Q. প্লেটোর ন্যায়ধর্ম তত্ত্ব আলোচনা কর? অথবা, প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব আলোচনা কর?

অথবা,

প্লেটোর ন্যায়বিচারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর?

প্লেটো (খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭-৩৪৭) ছিলেন প্রাচীন গ্রী ক দার্শনিক যিনি তার "রিপাবলিক (The Republic) গ্রন্থে ন্যায়ধর্ম ও ন্যায়বিচার সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি সমাজে ন্যায়বিচারের প্রকৃতি , এর গঠন, এবং ব্যক্তির জীবনে এর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন।

প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য

1. **বিভক্ত সমাজের ধারণা:** প্লেটো সমাজকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন:
    - **শাসকরা:** যারা জ্ঞানী এবং দার্শনিক।
    - **যোদ্ধারা:** যারা সাহসী এবং সমাজের সুরক্ষা নিশ্চিত করেন।
    - **শ্রমিকরা:** যারা উৎপাদনশীল কার্যক্রমে জড়িত এবং সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি গঠন করেন।
2. **প্রত্যেকের নিজস্ব ভূমিকা:** ন্যায়বিচারের মূল ধারণা হলো প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব কাজ পালন করবে এবং অন্যের কাজের সঙ্গে জড়িত হবে না। যখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকবে, তখন সমাজে ভারসাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।
3. **আত্মার তিন অংশ:** প্লেটো বিশ্বাস করতেন যে মানুষের আত্মা তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত:
    - **যুক্তি (Reason):** যা সত্যের সন্ধান করে এবং জ্ঞান অর্জন করে।
    - **আবেগ (Spirit):** যা সাহস এবং সম্মানের প্রতীক।
    - **ইচ্ছা (Appetite):** যা বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত।

    যখন আত্মার এই তিনটি অংশ সঠিকভাবে কাজ করে এবং একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করে , তখন ব্যক্তি ন্যায়বিচারিক জীবনযাপন করে।

4. **আদর্শ রাজ্য:** প্লেটোর মতে, আদর্শ রাজ্যে শাসকরা হবে দার্শনিক রাজা, যাদের প্রধান দায়িত্ব হবে সত্য ও জ্ঞানের মাধ্যমে শাসন করা। এই আদর্শ রাজ্যে, প্রত্যেক ব্যক্তির ভূমিকা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকবে এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।
5. **শিক্ষার গুরুত্ব:** প্লেটো বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে তাদের যথাযথ ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করা যায় এবং তাদের আত্মার তিনটি অংশের সঠিক সমন্বয় সাধন করা যায়।

ন্যায়বিচারের বৈশিষ্ট্য:

- **সামঞ্জস্য ও সমন্বয়:** আত্মার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য এবং সামাজিক শ্রেণিগুলির মধ্যে সমন্বয়।

Pearl Coaching Center

- **নৈতিকতা ও সততা:** ন্যায়বিচার হলো নৈতিক এবং সৎ কাজের ফল।
- **অপরাধ ও শাস্তি** প্লেটোর মতে, ন্যায়বিচার অপরাধীকে শাস্তি দেয়া এবং নিরপরাধীকে সুরক্ষা দেয়া।
- **ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ** ন্যায়বিচার ব্যক্তিগত সুখ এবং সামাজিক শান্তির জন্য অপরিহার্য।

প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্বের লক্ষ্য ছিল একটি আদর্শ সমাজ গঠন করা যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি এবং শ্রেণি তাদের উপযুক্ত কাজ সম্পাদন করবে এবং এর মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হবে

Q. প্লেটোর সাম্যবাদ তত্ত্বটি আলোচনা কর? অথবা, প্লেটোর সাম্যবাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর?

প্লেটো তার "রিপাবলিক" গ্রন্থে সাম্যবাদ (Communism) সংক্রান্ত কিছু মৌলিক ধারণা উপস্থাপন করেছেন, যা বিশেষ করে তার আদর্শ রাষ্ট্রের কাঠামো ও সমাজের সাম্যবাদী আদর্শকে কেন্দ্র করে তৈরি। প্লেটোর সাম্যবাদ মূলত সমাজের শাসক শ্রেণি এবং অন্যান্য শ্রেণির মধ্যে সমতার ধারণা ভিত্তিক। তার সাম্যবাদী তত্ত্বের কিছু মূল বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

প্লেটোর সাম্যবাদ তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য:

1. **সম্পত্তির সংযোগ এবং সাম্যবাদ** : প্লেটো তার আদর্শ সমাজে শাসক শ্রেণির জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকার ধারণা বাতিল করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে , শাসকরা (দার্শনিক রাজারা) সম্পত্তির প্রতি নিরপেক্ষ থাকা উচিত এবং সকলের জন্য সাম্যবাদী সমাজ গঠন করতে হবে। তাদের জন্য সাম্যবাদী সম্পত্তি একটি প্রয়োজনীয়তা হিসেবে ধরা হয়েছে , যাতে তারা ব্যক্তিগত লাভের জন্য সমাজের কল্যাণের প্রতি একনিষ্ঠ থাকতে পারেন।
2. **পরিবার ও সন্তান পালন**: প্লেটো তার তত্ত্বে পরিবারের ধারণাও নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। তার মতে, শাসক শ্রেণির সদস্যদের জন্য ঐতিহ্যগত পারিবারিক বন্ধন থাকবে না। তাদের মধ্যে বিবাহ ও সন্তান ধারণের কোন নির্দিষ্ট আইন থাকবে না ; বরং সন্তানদের সামগ্রিকভাবে সমাজের জন্য পালন করা হবে এবং তাদের শিক্ষা এবং যত্ন রাষ্ট্রের মাধ্যমে হবে।
3. **সমাজে সাম্য ও সমন্বয়**: প্লেটো বিশ্বাস করতেন যে সমাজে সত্যিকারের সাম্য ও সমন্বয় আনতে হলে , শাসক শ্রেণি এবং অন্যান্য শ্রেণির মধ্যে কোনও ধরনের বিভাজন বা বৈষম্য থাকা উচিত নয়। তিনি চান যে সমস্ত শাসকরা একসঙ্গে কাজ করবে এবং একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজেদের সম্পদ ও সামর্থ্য ভাগ করে নিবে।
4. **নৈতিকতা ও সেবার গুরুত্ব**: সাম্যবাদী সমাজে নৈতিকতা এবং সেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শাসকরা তাদের কাজের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব পালন করবে এবং সমাজের কল্যাণে নিজেদের সম্পদ ও শ্রম নিবেদিত করবে। এতে ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে সাধারণ স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হবে।
5. **শিক্ষার গুরুত্ব**: প্লেটো সাম্যবাদী সমাজের সাফল্যের জন্য শিক্ষা ও জ্ঞানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। শাসক শ্রেণির সদস্যদের বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা লাভের মাধ্যমে সমাজের উন্নতি সাধনে সহায়ক হতে হবে। শিক্ষা তাদের আদর্শ নৈতিক এবং দার্শনিক মূল্যবোধকে গঠন করবে।

সারাংশ:

প্লেটোর সাম্যবাদ মূলত একটি আদর্শ সমাজের ধারণা তুলে ধরেছে যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি , পারিবারিক সম্পর্ক, এবং অন্যান্য ঐতিহ্যগত সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো বদলে গিয়ে একটি সমবন্টিত এবং সমন্বিত সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তার সাম্যবাদী তত্ত্বে মূল লক্ষ্য ছিল একটি ন্যায়বিচারপূর্ণ, ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠন করা যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত রাখবে।

Q. এরিস্টটলের মতে সরকারের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর ?

এরিস্টটল তার "পলিটিকস" (Politics) গ্রন্থে সরকার এবং রাজনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি সরকারের বিভিন্ন ধরন ও শ্রেণীভুক্তির বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন এবং এই শ্রেণিবিভাগের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃতি এবং এর প্রভাব বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। এরিস্টটলের মতে , সরকারের শ্রেণিবিভাগ মূলত তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত:

১. একনায়কত্ব (Monarchy):

- **সংজ্ঞা:** একনায়কত্ব হলো একটি সরকারের ধরন যেখানে একটি একক ব্যক্তি (রাজা বা রাজকুমার) রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা ধারণ করেন।
- **সুবিধা:** এরিস্টটল মনে করতেন যে , যদি একনায়ক একজন ন্যায়পরায়ণ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি হন , তাহলে তিনি জনগণের কল্যাণে কাজ করবেন এবং রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবেন।
- **অসুবিধা:** তবে, একনায়কত্বের নেতিবাচক দিক হলো যে , যদি রাজা অসৎ বা দুর্নীতিগ্রস্ত হন , তাহলে তার শাসন জনগণের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

২. অলৌকিক গণতন্ত্র (Aristocracy):

- **সংজ্ঞা:** অলৌকিক গণতন্ত্র এমন একটি সরকার যেখানে ক্ষমতা কিছু অভিজাত বা দক্ষ ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে।
- **সুবিধা:** এরিস্টটল মনে করতেন যে , যদি এই অভিজাতরা তাদের ক্ষমতা জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করে, তাহলে তারা সমাজের জন্য উপকারী হবে।
- **অসুবিধা:** তবে, এটি একটি সীমিত জনগণের দ্বারা শাসিত হওয়ার কারণে , সাধারণ জনগণের প্রতিনিধিত্বের অভাব থাকতে পারে।

৩. গণতন্ত্র (Polity):

- **সংজ্ঞা:** গণতন্ত্র হলো একটি সংকর সরকার ব্যবস্থা যা একদিকে গণতন্ত্রের আদর্শ এবং অন্যদিকে অলৌকিক গণতন্ত্রের কিছু উপাদান ধারণ করে। এটি জনগণের দ্বারা পরিচালিত এবং জনগণের মতামত ও অংশগ্রহণের ওপর নির্ভরশীল।

- **সুবিধা:** গণতন্ত্র সাধারণ জনগণের অধিকারের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে এবং জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।
- **অসুবিধা:** গণতন্ত্রের নেতিবাচক দিক হলো যে , এটি কখনও কখনও জনসাধারণের অপরিপক্ক সিদ্ধান্তের কারণে অস্থিতিশীল হতে পারে।

প্লুটোক্রেসি (Tyranny):

এরিস্টটল আরও একটি নেতিবাচক সরকারী ব্যবস্থা উল্লেখ করেছেন যা হল প্লুটোক্রেসি বা শাসনের অত্যাচার। এটি এমন একটি সরকার যেখানে একনায়ক ক্ষমতার অপব্যবহার করে এবং জনগণের অধিকারকে অবজ্ঞা করে।

সারাংশ:

এরিস্টটলের মতে , সরকারের শ্রেণীবিভাগ মূলত তিনটি প্রধান ধরনের সরকারে বিভক্ত : একনায়কত্ব, অলৌকিক গণতন্ত্র, এবং গণতন্ত্র। এই শ্রেণীবিভাগের মাধ্যমে তিনি সরকারের বৈশিষ্ট্য , সুবিধা এবং অসুবিধা বিশ্লেষণ করে প্রতিটি ব্যবস্থার কার্যকারিতা এবং সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

Q. এরিস্টটলকে বাস্তববাদী দার্শনিক বলার কারণসমূহ বিশ্লেষণ কর ? অথবা, বাস্তববাদী দার্শনিক হিসেবে এরিস্টটলের অবদান মূল্যায়ন কর?

এরিস্টটলকে বাস্তববাদী দার্শনিক (Realist Philosopher) হিসেবে অভিহিত করার কারণগুলোর মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ নিম্নরূপ:

১. বাস্তবিক জ্ঞানের প্রতি মনোযোগ

এরিস্টটল তার দার্শনিক চিন্তাভাবনায় বাস্তবিক জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সত্যিকার জ্ঞান প্রাপ্তি সম্ভব যখন আমরা বাস্তব জগতের গভীরে প্রবেশ করে তার প্রকৃতি ও গঠন বুঝতে পারি। তার কর্মগুলো যেমন "নিকোমাচিয়ান এথিক্স" এবং "পলিটিকস" এ বাস্তব জীবনের উদাহরণ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে চিন্তা করা হয়েছে।

২. অ্যানালিটিক্যাল পদ্ধতি

এরিস্টটল বিভিন্ন বিষয়ের বিশ্লেষণ করতে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। তার পদ্ধতি বাস্তব পরিস্থিতি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর দিকে নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ , তার জীববিজ্ঞান সম্পর্কিত কাজগুলি প্রাণীদের বাস্তব পর্যবেক্ষণ এবং শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে।

৩. পলিটিকস এবং সামাজিক বাস্তবতা

এরিস্টটল রাজনৈতিক দর্শনে বাস্তবিক অভিজ্ঞতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তার "পলিটিকস" গ্রন্থে তিনি

বিভিন্ন ধরনের সরকারের বাস্তব অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম এবং সমস্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি সরকারের বৈশিষ্ট্য, সমস্যা এবং সমাজের কার্যকারিতা কিভাবে কাজ করে, তা বাস্তবিক প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা করেছেন।

৪. ইথিক্সের বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গি

তার নৈতিক দর্শনে, এরিস্টটল বিশ্বাস করতেন যে নৈতিকতা হলো মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত। তার "নিকোমাচিয়ান এথিক্স" এ তিনি 'সোনাসিস' (practical wisdom) এবং 'অর্থনৈতিক অভ্যস্ততা' (habit) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যা বাস্তব জীবনের পরিস্থিতিতে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৫. বিজ্ঞান ও দর্শনের সম্পর্ক

এরিস্টটল বিজ্ঞানের প্রতি গভীর আগ্রহী ছিলেন এবং বাস্তব জগতের ঘটনাগুলি এবং প্রকৃতির অধ্যয়নে তার প্রয়োগ করতেন। তিনি বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানী ছিলেন যেমন জীববিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, এবং জ্যোতির্বিদ্যা, এবং এসবের গবেষণা বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে করেছেন।

বাস্তববাদী দার্শনিক হিসেবে অবদান মূল্যায়ন

- **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি:** এরিস্টটলের বাস্তববাদী পদ্ধতি বিজ্ঞানের উন্নয়নে মৌলিক অবদান রেখেছে। তার গবেষণায় পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতির ব্যবহার আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ভিত্তি স্থাপন করেছে।
- **নৈতিক দর্শন:** তার নৈতিক দর্শন মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে গঠিত, যা নৈতিকতা ও জীবনযাত্রার বাস্তবিক দিকগুলি প্রভাবিত করেছে।
- **রাজনৈতিক দর্শন:** তার রাজনৈতিক চিন্তাধারা বাস্তব অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম এবং সমাজের পরিস্থিতির আলোকে নির্মিত, যা আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে।
- **দর্শন ও বিজ্ঞানের সংযোগ:** এরিস্টটল দর্শন এবং বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা তার সময়ের আগের দর্শনীয় চিন্তাধারাকে বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার পথ সুগম করেছে।

এরিস্টটলের বাস্তববাদী দার্শনিক পদ্ধতি এবং তার দার্শনিক চিন্তাভাবনা আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান, এবং সামাজিক তত্ত্বের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে।

Q. টমাস একুইনাসের রাষ্ট্রদর্শন মূল্যায়ন কর ? অথবা, সেন্ট টমাস একুইনাসের রাষ্ট্রতত্ত্বটির ধারণা দাও ?

সেন্ট থমাস একুইনাস (1225 -1274) একজন প্রখ্যাত থমিস্ট দার্শনিক ও ধর্মীয় চিন্তক, যিনি মধ্যযুগীয় রোমান ক্যাথলিক দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তার রাষ্ট্রদর্শন এবং রাষ্ট্রতত্ত্ব মূলত ধর্মীয় ও নৈতিক দর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। তিনি তাঁর প্রধান গ্রন্থ "Summa Theologica" এবং "Summa